প্রথম আলো

তারিখ ... 27 MAY 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... 2 ...

অদম্য মেধাবী

পরিশ্রম করে দৃষ্টান্ত সৃষ্টি

প্রথম আলো ডেস্ক ●

ধীরাজ রায়ের বাবার উপার্জনের একমাত্র সম্বল রিকশাটি। কিন্তু সেটি এত পুরোনো যে, অপরিচিত কেউ উঠতে চান না। পরিচিতজনেরা অনেকটা দয়া করে ওঠেন তাতে। এই রিকশার মতোই ধীরাজদের সংসারের দশা। কূলকিনারা না দেখে ধীরাজ কখনো দিনমজুরি, কখনো টেম্পোচালকের সহযোগী হয়ে লেখাপড়ার খরচ জোগাড় করে। এই ধীরাজ রায় এ বছর এসএসসিতে রংপুরের তারাগঞ্জ উপজেলার ঘনিরামপুর বড়গোলা উচ্চবিদ্যালয় থেকে বিজ্ঞান বিভাগে জিপিএ-৫ পেয়েছে।

নানা প্রতিকূলতা কাটিয়ে ধীরাজের মতোই সাফল্য পেয়েছে ফরিদপুরের যমুনা আক্তার, সাতক্ষীরার শ্যামনগরের যমজ ভাই আবদুল হান্নান ও আবদুল মান্নান, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বাঞ্ছারামপুরের আবুল হোসেন। ভয়াল পদ্মা নদী ভিটেমাটি কেড়ে নিলে অন্যের ঘরে আশ্রিত হয়ে, খেয়ে না-খেয়ে জীবন কাটিয়েছে কেউ কেউ। কৃষিশ্রমিকের পাশাপাশি ভ্যান চালিয়েও কেটেছে কারও দিন। অভাবের তাড়নায় কারও লেখাপড়া বন্ধই করে দিয়েছিলেন বাবা। কৈশোরের সব আনন্দ জলাঞ্জলি দিয়ে হাড়ভাঙা পরিশ্রম, একাগ্রতা, দৃঢ় মনোবল ওদেরকে সমাজে উদাহরণ হিসেবে দাঁড় করিয়েছে, বলে মনে করেন তাঁদের শিক্ষকেরা।

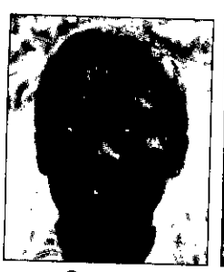

ধীরাজ রায়

যমুনা আক্তার

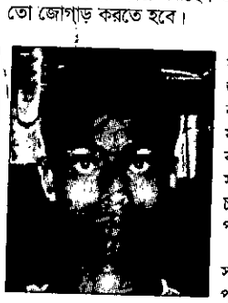

আবুল হোসেন

আবদুল হান্নান ও আবদুল মান্নান

কৈশোরের সব আনন্দ জলাঞ্জলি দিয়ে হাড়ভাঙা পরিশ্রম, একাগ্রতা, দৃঢ় মনোবল ওদেরকে সমাজে উদাহরণ হিসেবে দাঁড় করিয়েছে

চিকিৎসক হতে চায় ছেলেটি : ধীরাজ রায়ের বাড়ি তারাগঞ্জ উপজেলার দক্ষিণ চাঁদখানা বড়বালা গ্রামে। পাঁচ ভাইবোনের মধ্যে সবার বড় সে। ১৩ বছর আগে ধীরাজের মা মারা গেলে বাবা আবার বিয়ে করেন। তাদের ছোট্ট একটি টিনের ও একটি খড়ের দোচালা ঘর। আসবাব বলতে দুটি চৌকি আর ভাঙা একটি টেবিল।

ধীরাজের বাবা রামকৃষ্ণ রায় বললেন, 'ছেলেটা মোর ডাকতর হওয়ার চায় কিন্তুক হামরা ভাত খাবারে পাই না। ছাওয়ালটাক ফির কেমন করি ডাকতোর বানামো কন?'

ঘনিরামপুর বড়গোলা উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অলিয়ার রহমান বলেন, এ রকম একটি পরিবার থেকে পরীক্ষায় পাস করাই যেখানে কঠিন, সেখানে জিপিএ-৫ পাওয়া সম্ভব হয়েছে ধীরাজ ও তার বাবার কঠোর সংগ্রামের কারণে। দারিদ্র্য তাদের থামাতে পারেনি।

খেয়ে না-খেয়ে যমুনাকে পড়িয়েছেন মা : নয় বছর আগে যমুনা আক্তারদের তিন কাঠা জমিসহ সব কেড়ে নিয়েছিল পদ্মা নদী। মা-বাবা ও ভাইবোনদের সঙ্গে যমুনা আশ্রয় নিয়েছিল ফরিদপুর সদরের সাদীপুর গ্রামে খালার বাড়িতে।

বাবা মো. হিরু সর্দার রাজমিস্ত্রির জোগালি। চার বোন ও এক ভাইয়ের মধ্যে যমুনা চতুর্থ। সাদীপুর উচ্চবিদ্যালয় থেকে মাত্র দুজন জিপিএ-৫ পেয়েছে। এদের একজন যমুনা।

যমুনার স্বপ্ন চিকিৎসক হওয়ার। যমুনার মা নাসিমা বেগম বলেন, 'অনটনের কারণে সপ্তম শ্রেণিতে পড়ার সময় থেকে তার প্রাইভেট পড়া বন্ধ হয়ে যায়। মেয়ের মনে জেদ চেপে যায়। খেয়ে না-খেয়ে, দিনরাত এক করে সে সাফল্য পেয়েছে। কিন্তু সামনে কী করব, বুঝতে পারছি না।'

সাদীপুর উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সুশীল কুমার শীল বলেন, 'আমরা সবাই চাইলে যমুনার স্বপ্ন অধরা থাকবে না।'

ভালো কলেজে পড়তে ইটভাটায় কাজ করছে যমজ ভাই : মা নাসিমা খাতুনের অক্লান্ত পরিশ্রম আর নিজেদের চেষ্টায় সব বাধা পায়ে দলে সাফল্য ছিনিয়ে এনেছে যমজ ভাই আবদুল হান্নান ও আবদুল মান্নান। সাতক্ষীরার শ্যামনগরের ভুরুলিয়া সিরাজপুর স্কুল অ্যান্ড কলেজের বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী এরা।

অন্যের বাড়িতে আশ্রিত সহায়হীন মায়ের এ দুই সন্তান লেখাপড়ার খরচ জোগাতে কৃষিশ্রমিকের কাজ করেছে। ভ্যানে মানুষ ও পণ্য পরিবহন করেছে। উচ্চমাধ্যমিকে মাঝারি টাকার একটা ভালো কলেজে ভর্তির স্বপ্ন নিয়ে তারা এখন ইটভাটায় কাজ করছে। অন্তত ঢাকায় যাওয়ার টাকা তো জোগাড় করতে হবে।

নাসিমা খাতুন বলেন, যমজ এই দুই সন্তানের জন্মের পরই বাবা রেজাউল করিম তাঁদের ফেলে চলে যান। তিনি আশ্রয় নেন বাবার বাড়িতে। কষ্টেসৃষ্টে সন্তানদের লেখাপড়া চললেও ষষ্ঠ শ্রেণিতে ওঠার পর তা বন্ধ হয়ে যায়।

এরপর দুই ভাই মায়ের সঙ্গে কৃষিজমিতে কাজ করার পাশাপাশি মামার কিনে দেওয়া ভ্যান চালানো, ধান ও ইট কাটার কাজ করে। এর মধ্যে আবদুল হান্নান এক বছর আগে থেকে কিডনি রোগে আক্রান্ত হয়েছে। গ্রামবাসী ও স্বজনদের সহায়তায় চিকিৎসা নিয়ে মোটামুটি সুস্থ হয়ে পরীক্ষায় অংশ নেয়।

শ্যামনগরের ভুরুলিয়া সিরাজপুর স্কুল অ্যান্ড কলেজের প্রধান শিক্ষক আজিয়ার রহমানের আশা, পড়ালেখা চালিয়ে যেতে পারলে সামনেও তারা ভালো করবে।

দিনমজুরের কাজ করে সাফল্য : পড়ালেখার ফাঁকে ফাঁকে দিনমজুরের কাজ করেও এসএসসিতে সাফল্য দেখিয়েছে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বাঞ্ছারামপুর উপজেলার দশদোনা গ্রামের আবুল হোসেন। বাঞ্ছারামপুর এসএম পাইলট উচ্চবিদ্যালয় থেকে বিজ্ঞান বিভাগে পরীক্ষায় অংশ নেয়। বাবা মো. হাকিম মিয়া দিনমজুর। মা জাহানারা বেগম বাসাবাড়িতে কাজ করেন। রোজগার নেই, তাই পড়ালেখা বন্ধ করে দিতে চেয়েছিলেন বাবা। কিন্তু মায়ের সমর্থন এবং আবুল হোসেনের দৃঢ় মনোবল তাকে এই অবস্থানে নিয়ে এসেছে।

গত শুক্রবার সকালে বাড়িতে গিয়ে দেখা গেছে, আবুল হোসেন গরুর ঘর পরিষ্কার করছে। বাবা-মা কাজে বেরিয়ে গেছেন। আবুল হোসেনের পড়ার ঘরে কয়েকটি হাঁস রাখা। আবুল হোসেনের কথা, 'আমার ইচ্ছা হলো ইঞ্জিনিয়ারিং পড়া। কিন্তু পড়তে পারব কি না জানি না।'

[তথ্য দিয়ে সহায়তা করেছেন নিজস্ব প্রতিবেদক, সাতক্ষীরা, ফরিদপুর, বাঞ্ছারামপুর (ব্রাহ্মণবাড়িয়া) এবং তারাগঞ্জ (রংপুর) প্রতিনিধি।]